দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

পার্বত্য জেলার আড়াই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ দিন যাবৎ অচল

104

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ।। তিনটি পার্বত্য জেলার (খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) আড়াই শতাধিক বেসরকারী স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের দুই সহস্রাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী পাহাড়ী ভাতার দাবীতে ক্লাস বর্জন ও কর্মবিরতি পালন অব্যাহত রাখিয়াছে। গত এক সপ্তাহ ধরিয়া পার্বত্যাঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান ব্যবস্থাসহ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী চরম দুঃখ কষ্টের যেমন শিকার হইতেছে তেমনি শত শত পরীক্ষার্থী তাহাদের ভবিষ্যৎ নিয়া দুশ্চিন্তায় ভুগিতেছে। জুনিয়র বৃত্তি, এসএসসি পরীক্ষার্থী ও ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের কোচিং ক্লাস আদায় এবং বেসরকারী কলেজসমূহে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কাজ বন্ধ থাকায় অভিভাবক মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইতেছে।

আন্দোলনরত বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ নেতৃবৃন্দ গতকাল (বৃহস্পতিবার) খাগড়াছড়ি সদরে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষক সমাবেশে পাহাড়ী ভাতার দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের কর্মসূচী অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করে। ফলে পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অচলাবস্থা নিরসনের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, তিন পার্বত্য জেলাকে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল বিবেচনা করিয়া সরকারী আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচলিত হারে পাহাড়ী ভাতা প্রদান করা হইলেও বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিগণ এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। শিক্ষক নেতা প্রজ্ঞাবীর চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শিক্ষক প্রতিনিধিগণ অবিলম্বে পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে মূল বেতনের শতকরা ৩০ হারে এবং সর্বাধিক ৭৫০ টাকা পাহাড়ী ভাতা প্রদানের জোর দাবী জানাইয়া বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে পর শিক্ষক-কর্মচারীরা শহরে এ বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে।